প্রথম আলো

তারিখ
27 MAY 2003

ঠাকুরগাঁও কলেজের হাল

ধার করা শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যায় না

একটি সরকারি কলেজ চলছে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের ধার করে এনে। ভাবা যায়! ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে এ ব্যবস্থাটাই চলছে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাঠদান। উত্তরাঞ্চলের জন্য আমাদের ক্রোড়পত্র আলোকিত উত্তরে অবাক হওয়ার মতো এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষকসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া না হলে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' ধরনের গালভরা বুলি কপচালে কোনো ফল দেবে না। ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে প্রয়োজন ৭২ জন শিক্ষক, কিন্তু আছেন মাত্র ৩৬ জন! জোড়াতালি দিয়ে ক্লাস চালানোর জন্য বেসরকারি কলেজ থেকে শিক্ষক আমদানি করেও সংকট কাটানো যাচ্ছে না। দিনে ৫-৬টি ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষকের অভাবে তিনটির বেশি ক্লাস হয় না। শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে চায়, কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষকের খালি পদ পূরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বারবার আবেদন করে, কিন্তু মন্ত্রণালয় নির্বিকার! শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, কর্মচারীদের খালি পদও পূরণ করা হচ্ছে না। সঙ্গে আছে ক্লাসরুম সংকট, আসবাবপত্র সংকট, লাইব্রেরিয়ান সংকট। এ ছাড়াও, কলেজের জমি জবরদখল করে বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করেছে অন্যরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা ভাবেন? বাস্তবে তার প্রমাণ কোথায়? ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজটি অতিথি শিক্ষকদের দিয়ে চলছে, এটা খুবই লজ্জার কথা। তবে সে লজ্জা কলেজের নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।